অষ্টম অধ্যায়

নারায়ণ-কবচ

দেবরাজ ইন্দ্র কিভাবে অসুর সৈন্যদের জয় করেছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং বিষ্ণুমন্ত্র সমন্বিত নারায়ণ-কবচের বিষয়ও বর্ণনা করা হয়েছে।

এই কবচের দ্বারা রক্ষাপ্রাপ্ত হতে হলে, প্রথমে কুশ গ্রহণ ও আচমন করে মৌন অবলম্বনপূর্বক অষ্টাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা অঙ্গন্যাস এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা করন্যাস করতে হবে। অষ্টাক্ষর মন্ত্র হচ্ছে *ওঁ নমো নারায়ণায়* । এই মন্ত্র শরীরের সম্মুখে এবং পিছনে ন্যস্ত করা উচিত। দ্বাদশাক্ষর প্রণব বা ওঁকার সমন্বিত মন্ত্র হচ্ছে *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়* । এই দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রের প্রতিটি অক্ষর প্রণব সম্পুটিত করে, দক্ষিণ তর্জনী থেকে বাম তর্জনী পর্যন্ত ক্রমে আটটি বর্ণ ন্যাস করে অবশিষ্ট চারটি বর্ণ দুই হাতের প্রত্যেক আঙ্গুলে আদি ও অন্ত পর্বে ন্যাস করতে হবে। তারপর *ওঁ বিষ্ণবে নমঃ* —এই ছয় অক্ষর মন্ত্রটির প্রত্যেক অক্ষরটি যথাক্রমে হৃদয়ে, মস্তকে, ভুরুযুগলের মাঝখানে, শিখায়, নেত্রদ্বয়ের মাঝখানে ও সন্ধিস্থলে ন্যাস করে *মঃ অস্ত্রায় ফট্*—এই মন্ত্রে দিকবন্ধন করে *নাদেবো দেবমর্চয়েৎ*—অর্থাৎ যারা দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়নি তারা এই মন্ত্র অর্চন করতে পারে না। এই শাস্ত্র বচন অনুসারে নিজেকে গুণগতভাবে পরম ঈশ্বর থেকে অভিন্ন বলে চিন্তা করতে হবে।

এইভাবে ন্যাস সমাপ্তির পর, গরুড়ের স্কন্ধে আসীন অষ্টভুজ বিষ্ণুর স্তব করতে হবে। পরে মৎস্য, বামন, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহ, পরশুরাম, লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্র, নরনারায়ণ, শক্ত্যাবেশ অবতার দত্তাত্রেয়, কপিল, সনৎকুমার, হয়গ্রীব, ভক্তাবতার দেবর্ষি নারদ, ধন্বন্তরি, ঋষভদেব, যজ্ঞ, বলরাম, ব্যাসদেব, বুদ্ধদেব, কেশব, বৃন্দাবনেশ্বর গোবিন্দ, পরব্যোমনাথ নারায়ণ, মধুসূদন, ত্রিধামা, মাধব, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, জনার্দন, দামোদর, বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি স্বয়ং ভগবান, স্বাংশ এবং শক্ত্যাবেশ অবতারদের স্তব করে নারায়ণের অস্ত্র সুদর্শন, গদা, শঙ্খ ও খড়্গের বন্দনা করতে হবে।

এই বিধি বর্ণনা করার পর, শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে বর্ণনা করেছিলেন কিভাবে বৃত্রাসুরের ভ্রাতা বিশ্বরূপ নারায়ণ-কবচ ও তার মাহাত্ম্য ইন্দ্রের কাছে বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীরাজোবাচ

যয়া গুপ্তঃ সহস্রাক্ষঃ সবাহান্ রিপুসৈনিকান্ ।
ক্রীড়ন্নিব বিনির্জিত্য ত্রিলোক্যা বুভুজে শ্রিয়ম্ ॥ ১ ॥
ভগবংস্তন্মমাখ্যাহি বর্ম নারায়ণাত্মকম্ ।
যথাততায়িনঃ শত্রূন্ যেন গুপ্তোঽজয়ন্মৃধে ॥ ২ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন; **যয়া**—যার দ্বারা (কবচ); **গুপ্তঃ**—সুরক্ষিত; **সহস্র-অক্ষঃ**—সহস্র চক্ষু ইন্দ্র; **স-বাহান্**—তাঁদের বাহন সহ; **রিপু-সৈনিকান্**—শত্রুদের সৈন্য এবং সেনাপতি; **ক্রীড়ন্ ইব**—অনায়াসে; **বিনির্জিত্য**—জয় করে; **ত্রি-লোক্যাঃ**—ত্রিভুবনের (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালের); **বুভুজে**—ভোগ করেছিলেন; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **ভগবন্**—হে মহর্ষি; **তৎ**—তা; **মম**—আমার কাছে; **আখ্যাহি**—দয়া করে বলুন; **বর্ম**—মন্ত্র নির্মিত কবচ; **নারায়ণ-আত্মকম্**—নারায়ণের কৃপা সমন্বিত; **যথা**—এভাবে; **আততায়িনঃ**—যাঁরা তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল; **শত্রূন্**—শত্রুসমূহ; **যেন**—যার দ্বারা; **গুপ্তঃ**—সুরক্ষিত হয়ে; **অজয়ৎ**—জয় করেছিলেন; **মৃধে**—যুদ্ধে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু, যে বিষ্ণুমন্ত্রের দ্বারা রক্ষিত হয়ে, দেবরাজ ইন্দ্র অনায়াসে বাহন সহ শত্রু সৈন্যদের জয় করে ত্রিলোকের ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন, সেই বিষয়ে আমাকে বলুন। যে নারায়ণ-কবচের দ্বারা রক্ষিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধে বধোদ্যত শত্রুদের জয় করেছিলেন, সেই সম্বন্ধেও আমাকে বলুন।

শ্লোক ৩

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

বৃতঃ পুরোহিতস্ত্বাষ্ট্রো মহেন্দ্রায়ানুপৃচ্ছতে ।
নারায়ণাখ্যং বর্মাহ তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৩ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বৃতঃ**—নিযুক্ত; **পুরোহিতঃ**—পুরোহিত; **ত্বাষ্ট্রঃ**—ত্বষ্টার পুত্র; **মহেন্দ্রায়**—দেবরাজ ইন্দ্রকে;

অনুপৃচ্ছতে—ইন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **নারায়ণ-আখ্যম্**—নারায়ণ-কবচ নামক; **বর্ম**—মন্ত্র নির্মিত বর্ম; **আহ**—তিনি বলেছিলেন; **তৎ**—তা; **ইহ**—এই; **এক-মনাঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **শৃণু**—শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—দেবগণ কর্তৃক পুরোহিতরূপে নিযুক্ত বিশ্বরূপের কাছে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র নারায়ণ-কবচ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি যা বলেছিলেন, তা আমি বলছি, একাগ্র চিত্তে তা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৪-৬

শ্রীবিশ্বরূপ উবাচ

ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণিরাচম্য সপবিত্র উদঙ্মুখঃ ।
কৃতস্বাঙ্গকরন্যাসো মন্ত্রাভ্যাং বাগ্‌যতঃ শুচিঃ ॥ ৪ ॥
নারায়ণপরং বর্ম সন্নহ্যেদ্ ভয় আগতে ।
পাদয়োর্জানুনোরূর্বোরুদরে হৃদ্যথোরসি ॥ ৫ ॥
মুখে শিরস্যানুপূর্ব্যাদোঙ্কারাদীনি বিন্যসেৎ ।
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি বিপর্যয়মথাপি বা ॥ ৬ ॥

শ্রী-বিশ্বরূপঃ উবাচ—শ্রীবিশ্বরূপ বললেন; **ধৌত**—ভালভাবে ধুয়ে; **অঙ্ঘ্রি**—পা; **পাণিঃ**—হাত; **আচম্য**—আচমন করে; **সপবিত্রঃ**—কুশনির্মিত অঙ্গুরীয় উভয় হস্তের অনামিকায় ধারণ করে; **উদক্-মুখঃ**—উত্তর দিকে মুখ করে বসে; **কৃত**—করে; **স্ব-অঙ্গ-কর-ন্যাসঃ**—দেহের আটটি অঙ্গে এবং হাতের বারোটি ভাগে মানসিক সমর্পণ বা ন্যাস করে; **মন্ত্রাভ্যাম্**—দুটি মন্ত্র (*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়* এবং *ও নমো নারায়ণায়*) সহকারে; **বাক্-যতঃ**—মৌন অবলম্বনপূর্বক; **শুচিঃ**—পবিত্র হয়ে; **নারায়ণ-পরম্**—নারায়ণাত্মক; **বর্ম**—কবচ; **সন্নহ্যেৎ**—ধারণ করে; **ভয়ে**—ভয়; **আগতে**—উপস্থিত হলে; **পাদয়োঃ**—পদদ্বয়; **জানুনোঃ**—জানুদ্বয়; **উর্বোঃ**—উরুদ্বয়; **উদরে**—উদর; **হৃদি**—হৃদয়; **অথ**—এইভাবে; **উরসি**—বক্ষঃস্থল; **মুখে**—মুখ; **শিরসি**—মস্তকে; **আনুপূর্ব্যাৎ**—যথাক্রমে; **ওঁকার-আদীনি**—ওঁকার আদি; **বিন্যসেৎ**—স্থাপন করবে; **ওঁ**—প্রণব; **নমঃ**—প্রণতি; **নারায়ণায়**—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে; **ইতি**—এইভাবে; **বিপর্যয়ম্**—বিপরীতভাবে; **অথাপি**—অধিকন্তু; **বা**—অথবা।

অনুবাদ

বিশ্বরূপ বললেন—যদি কোন ভয় উপস্থিত হয়, তা হলে হাত এবং পা ভালভাবে ধুয়ে তারপর, ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা / যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ / শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু—এই মন্ত্র উচ্চারণ করে আচমন করবে। তারপর কুশ গ্রহণ করে উত্তরমুখে মৌন অবলম্বনপূর্বক বসে শুদ্ধভাবে অষ্টাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা দেহের আটটি অঙ্গে অঙ্গন্যাস করবে এবং দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রের দ্বারা করন্যাস করে নারায়ণ-কবচের দ্বারা নিম্নোক্তভাবে নিজেকে বন্ধন করবে। প্রথমে, ওঁ নমো নারায়ণায়—এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করে হস্তের দ্বারা শরীরের আটটি অঙ্গ—পদদ্বয়, জানুদ্বয়, উরুদ্বয়, হৃদয়, উদর, বক্ষঃস্থল, মুখ ও মস্তক যথাক্রমে স্পর্শ করবে। তারপর বিপরীতভাবে অর্থাৎ 'য়' থেকে 'ওঁ' পর্যন্ত বর্ণসমূহ পা থেকে মাথা পর্যন্ত সংহার-ন্যাস করে পুনরায় 'ওঁ' থেকে 'য়' পর্যন্ত বর্ণসকল মাথা থেকে পা পর্যন্ত ক্রমে উৎপত্তি-ন্যাস করবে। এইভাবে উৎপত্তি-ন্যাস এবং সংহার-ন্যাস করা কর্তব্য।

শ্লোক ৭

করন্যাসং ততঃ কুর্যাদ্ দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া ।
প্রণবাদিযকারান্তমঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠপর্বসু ॥ ৭ ॥

কর-ন্যাসম্—করন্যাস, যাতে অঙ্গুলিতে মন্ত্রের অক্ষর আরোপ করা হয়; **ততঃ**—তারপর; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **দ্বাদশ-অক্ষর**—দ্বাদশ অক্ষর সমন্বিত; **বিদ্যয়া**—মন্ত্রের দ্বারা; **প্রণবাদি**—ওঁ-কার দিয়ে শুরু; **য-কার-অন্তম্**—য-কারে যার শেষ হয়; **অঙ্গুলি**—তর্জনী থেকে শুরু করে অঙ্গুলিগুলিতে; **অঙ্গুষ্ঠ-পর্বসু**—অঙ্গুষ্ঠের পর্বে।

অনুবাদ

তারপর 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রে করন্যাস করবে। এই মন্ত্রের এক-একটি অক্ষর প্রণব যুক্ত করে, ডান হাতের তর্জনী থেকে শুরু করে বাম হাতের তর্জনী পর্যন্ত এই আটটি আঙ্গুলে আটটি বর্ণ ন্যাস করবে। তারপর অবশিষ্ট চারটি অক্ষর দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠের দুটি পর্বে ন্যাস করবে।

শ্লোক ৮-১০

ন্যসেদ্ধৃদয় ওঙ্কারং বিকারমনু মূর্ধনি ।
ষকারং তু ভ্রুবোর্মধ্যে ণকারং শিখয়া ন্যসেৎ ॥ ৮ ॥
বেকারং নেত্রয়োর্যুঞ্জ্যান্নকারং সর্বসন্ধিষু ।
মকারমস্ত্রমুদ্দিশ্য মন্ত্রমূর্তির্ভবেদ্ বুধঃ ॥ ৯ ॥
সবিসর্গং ফড়ন্তং তৎ সর্বদিক্ষু বিনির্দিশেৎ ।
ওঁ বিষ্ণবে নম ইতি ॥ ১০ ॥

ন্যসেৎ—স্থাপন করবে; **হৃদয়ে**—হৃদয়ে; **ওঁকারম্**—প্রণব বা ওঁকার; **বি-কারম্**—বিষ্ণবের বি অক্ষর; **অনু**—তারপর; **মূর্ধনি**—মস্তকের উপর; **ষ-কারম্**—ষ-কার; **তু**—এবং; **ভ্রুবোঃ মধ্যে**—দুই ভ্রূর মধ্যে; **ণ-কারম্**—ণ-কার; **শিখয়া**—মাথার উপরে শিখায়; **ন্যসেৎ**—স্থাপন করবে; **বে-কারম্**—বে-কার; **নেত্রয়োঃ**—নেত্রদ্বয়ের মধ্যে; **যুঞ্জ্যাৎ**—স্থাপন করবে; **ন-কারম্**—নমঃ শব্দের ন-কার; **সর্ব-সন্ধিষু**—সমস্ত সন্ধির স্থলে; **ম-কারম্**—নমঃ শব্দের ম-কার; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **উদ্দিশ্য**—ধ্যান করে; **মন্ত্র-মূর্তিঃ**—মন্ত্রের রূপ; **ভবেৎ**—হবে; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **স-বিসর্গম্**—বিসর্গ (ঃ) সহ; **ফট্-অন্তম্**—ফট্ শব্দের দ্বারা যার শেষ হয়; **তৎ**—তা; **সর্ব-দিক্ষু**—সর্বদিকে; **বিনির্দিশেৎ**—বন্ধন করবে; **ওঁ**—প্রণব; **বিষ্ণবে**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **নমঃ**—প্রণতি; **ইতি**—এই প্রকার।

অনুবাদ

তারপর 'ওঁ বিষ্ণবে নমঃ'—এই ছয় অক্ষর সমন্বিত মন্ত্র ন্যাস করতে হবে, যথা হৃদয়ে 'ওঁ'—এই বর্ণ ন্যাস করবে, পরে মস্তকে 'বি'—এই বর্ণ, ভ্রূযুগলের মধ্যে 'ষ'-কার, শিখাগুচ্ছে 'ণ'-কার, নেত্রদ্বয়ের মধ্যে 'বে' ন্যাস করবে। তারপর মন্ত্র-জপকর্তা 'ন'-কার তাঁর দেহের সমস্ত সন্ধিস্থলে ন্যাস করে 'ম'-কারকে অস্ত্ররূপে চিন্তা করে ধ্যান করবে। এইভাবে তিনি স্বয়ং মন্ত্রমূর্তি হবেন। তারপর অন্তিম 'ম'-কারের সঙ্গে বিসর্গ যুক্ত করে, পূর্ব দিক থেকে শুরু করে সর্বদিকে 'মঃ অস্ত্রায় ফট্'—এই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন। এইভাবে সমস্ত দিক এই মন্ত্ররূপ কবচের দ্বারা বন্ধন করা হবে।

শ্লোক ১১

আত্মানং পরমং ধ্যায়েদ্ ধ্যেয়ং ষট্‌শক্তিভির্যুতম্ ।
বিদ্যাতেজস্তপোমূর্তিমিমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ ১১ ॥

আত্মানম্—আত্মা; **পরমম্**—পরম; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করে; **ধ্যেয়ম্**—ধ্যানের যোগ্য; **ষট্-শক্তিভিঃ**—ষড়ৈশ্বর্য; **যুতম্**—সমন্বিত; **বিদ্যা**—বিদ্যা; **তেজঃ**—প্রভাব; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **মূর্তিম্**—সাক্ষাৎ; **ইমম্**—এই; **মন্ত্রম্**—মন্ত্র; **উদাহরেৎ**—জপ করবে।

অনুবাদ

এই ন্যাস সমাপ্তির পর নিজেকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং ধ্যেয় পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে এক বলে চিন্তা করতে হবে। তারপর নারায়ণ কবচ নামক মন্ত্র জপ করবে।

শ্লোক ১২

ওঁ হরির্বিদধ্যান্মম সর্বরক্ষাং
ন্যস্তাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ পতগেন্দ্রপৃষ্ঠে ।
দরারিচর্মাসিগদেষুচাপ-
পাশান্ দধানোঽষ্টগুণোঽষ্টবাহুঃ ॥ ১২ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **বিদধ্যাৎ**—তিনি প্রদান করুন; **মম**—আমার; **সর্ব-রক্ষাম্**—সর্ব দিক থেকে রক্ষা; **ন্যস্ত**—স্থাপিত; **অঙ্ঘ্রি-পদ্মঃ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **পতগেন্দ্র-পৃষ্ঠে**—পক্ষীরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে; **দর**—শঙ্খ; **অরি**—চক্র; **চর্ম**—ঢাল; **অসি**—তরবারি; **গদা**—গদা; **ইষু**—বাণ; **চাপ**—ধনুক; **পাশান্**—পাশ; **দধানঃ**—ধারণ করে; **অষ্ট**—আট; **গুণঃ**—সিদ্ধি; **অষ্ট**—আট; **বাহুঃ**—বাহু।

অনুবাদ

যিনি গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে আসীন হয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দ্বারা তাকে স্পর্শ করছেন, এবং যিনি আট হাতে শঙ্খ, চক্র, ঢাল, খড়্গ, গদা, বাণ, ধনুক এবং পাশ ধারণ করে বিরাজ করছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আট হাতের দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করুন। তিনি সর্বশক্তিমান, কারণ তিনি অণিমা, লঘিমা আদি অষ্ট ঐশ্বর্য সমন্বিত।

তাৎপর্য

নিজেকে ভগবানের সঙ্গে এক বলে মনে করাকে বলা হয় *অহংগ্রহোপাসনা* । অহং *গ্রহোপাসনার* দ্বারা মানুষ ভগবান হয়ে যায় না, তবে তিনি গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক বলে মনে করেন। নদীর জল যেমন সমুদ্রের জলের সঙ্গে গুণগতভাবে এক, চিন্ময় আত্মারূপে সেও তেমনি গুণগতভাবে পরমাত্মার সঙ্গে এক, তা উপলব্ধি করে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা উচিত এবং তিনি যাতে রক্ষা করেন সেই প্রার্থনা করা উচিত। জীব সর্বদাই ভগবানের অধীন তত্ত্ব। তাই জীবের কর্তব্য হচ্ছে ভগবান যাতে তাকে রক্ষা করেন, সেই জন্য সর্বদা তাঁর কৃপা ভিক্ষা করা।

শ্লোক ১৩

জলেষু মাং রক্ষতু মৎস্যমূর্তি-
র্যাদোগণেভ্যো বরুণস্য পাশাৎ ।
স্থলেষু মায়াবটুবামনোঽব্যাৎ
ত্রিবিক্রমঃ খেঽবতু বিশ্বরূপঃ ॥ ১৩ ॥

জলেষু—জলে; **মাম্**—আমাকে; **রক্ষতু**—রক্ষা করুন; **মৎস্য-মূর্তিঃ**—মৎস্য রূপধারী ভগবান; **যাদঃ-গণেভ্যঃ**—হিংস্র জলজন্তুদের থেকে; **বরুণস্য**—বরুণদেবের; **পাশাৎ**—পাশ থেকে; **স্থলেষু**—স্থলে; **মায়া-বটু**—বামনরূপী ভগবানের মায়াময় রূপ; **বামনঃ**—বামনদেব নামক; **অব্যাৎ**—তিনি রক্ষা করুন; **ত্রিবিক্রমঃ**—ত্রিবিক্রম, যাঁর তিনটি বিশাল পদবিক্ষেপ বলির কাছ থেকে ত্রিভুবন অধিকার করে নিয়েছিল; **খে**—আকাশে; **অবতু**—ভগবান রক্ষা করুন; **বিশ্বরূপঃ**—বিরাটরূপ।

অনুবাদ

জলে বরুণ দেবতার পার্ষদ হিংস্র জলজন্তুদের থেকে মৎস্যরূপী ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। মায়াবলে যিনি বামনরূপ ধারণ করেছিলেন, সেই ভগবান বামনদেব আমাকে স্থলে রক্ষা করুন। ভগবানের যে বিরাটস্বরূপ বিশ্বরূপ ত্রিলোক জয় করেছিল, তিনি আমাকে গগনমণ্ডলে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

এই মন্ত্রের দ্বারা জলে, স্থলে এবং আকাশে রক্ষার জন্য ভগবানের মৎস্য, বামনদেব এবং বিশ্বরূপের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৪

দুর্গেষ্বটব্যাজিমুখাদিষু প্রভুঃ
পায়ান্নৃসিংহোঽসুরযূথপারিঃ ।
বিমুঞ্চতো যস্য মহাট্টহাসং
দিশো বিনেদুর্ন্যপতংশ্চ গর্ভাঃ ॥ ১৪ ॥

দুর্গেষু—দুর্গম স্থানে; **অটবি**—গভীর অরণ্যে; **আজি-মুখ-আদিষু**—যুদ্ধস্থল ইত্যাদিতে; **প্রভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পায়াৎ**—রক্ষা করুন; **নৃসিংহঃ**—ভগবান নৃসিংহদেব; **অসুর-যূথপ**—অসুরদের নেতা হিরণ্যকশিপু; **অরিঃ**—শত্রু; **বিমুঞ্চতঃ**—মুক্ত করে; **যস্য**—যাঁর; **মহা-অট্ট-হাসম্**—ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য; **দিশঃ**—সমস্ত দিক; **বিনেদুঃ**—প্রতিধ্বনিত; **ন্যপতন্**—নিপতিত হয়েছিল; **চ**—এবং; **গর্ভাঃ**—অসুর-পত্নীদের গর্ভ।

অনুবাদ

যাঁর ভয়ঙ্কর অট্টহাসির শব্দে দিকমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এবং অসুর-পত্নীদের গর্ভ নিপতিত হয়েছিল, সেই হিরণ্যকশিপুর শত্রু ভগবান নৃসিংহদেব অরণ্য, যুদ্ধক্ষেত্র আদি দুর্গম স্থানে আমাকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ১৫

রক্ষত্বসৌ মাধ্বনি যজ্ঞকল্পঃ
স্বদংষ্ট্রয়োন্নীতধরো বরাহঃ ।
রামোঽদ্রিকূটেষ্বথ বিপ্রবাসে
সলক্ষ্মণোঽব্যাদ্ ভরতাগ্রজোঽস্মান্ ॥ ১৫ ॥

রক্ষতু—ভগবান রক্ষা করুন; **অসৌ**—সেই; **মা**—আমাকে; **অধ্বনি**—পথের মধ্যে; **যজ্ঞ-কল্পঃ**—যজ্ঞ যাঁর অবয়ব; **স্ব-দংষ্ট্রয়া**—তাঁর দশনের দ্বারা; **উন্নীত**—উঠিয়েছিলেন; **ধরঃ**—পৃথিবীকে; **বরাহঃ**—ভগবান বরাহদেব; **রামঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **অদ্রি-কূটেষু**—পর্বত-শিখরে; **অথ**—তারপর; **বিপ্রবাসে**—প্রবাসে; **স-লক্ষ্মণঃ**—তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ; **অব্যাৎ**—রক্ষা করুন; **ভরত-অগ্রজঃ**—মহারাজ ভরতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; **অস্মান্**—আমাদের।

অনুবাদ

পরম অবিনশ্বর ভগবানকে যজ্ঞের মাধ্যমে জানা যায় এবং তাই তিনি যজ্ঞেশ্বর নামে পরিচিত। তিনি বরাহ অবতাররূপে রসাতল থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ দশনাগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করেছিলেন। তিনি আমাকে পথের মধ্যে দুর্বৃত্তদের থেকে রক্ষা করুন। পরশুরামরূপী ভগবান আমাকে পর্বত-শিখরে রক্ষা করুন, এবং ভরতাগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ সহ আমাকে প্রবাসে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

রাম তিনজন—জামদাগ্ন্য পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীবলরাম। এই শ্লোকে *রামোহদ্রিকূটেষ্বথ* কথাটি পরশুরামকে ইঙ্গিত করছে এবং ভরতাগ্রজ ও লক্ষ্মণাগ্রজ রাম হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র।

শ্লোক ১৬

মামুগ্রধর্মাদখিলাৎ প্রমাদা-
ন্নারায়ণঃ পাতু নরশ্চ হাসাৎ ।
দত্তস্ত্বযোগাদথ যোগনাথঃ
পায়াদ্‌গুণেশঃ কপিলঃ কর্মবন্ধাৎ ॥ ১৬ ॥

মাম্—আমাকে; **উগ্র-ধর্মাৎ**—অনাবশ্যক ধর্ম থেকে; **অখিলাৎ**—সব রকম কার্যকলাপ থেকে; **প্রমাদাৎ**—যা উন্মত্ততা থেকে অনুষ্ঠিত হয়; **নারায়ণঃ**—ভগবান শ্রীনারায়ণ; **পাতু**—আমাকে রক্ষা করুন; **নরঃ চ**—এবং নর; **হাসাৎ**—বৃথা গর্ব থেকে; **দত্তঃ**—দত্তাত্রেয়; **তু**—অবশ্যই; **অযোগাৎ**—কপট যোগের পন্থা থেকে; **অথ**—বস্তুত; **যোগ-নাথঃ**—যোগেশ্বর; **পায়াৎ**—আমাকে রক্ষা করুন; **গুণ-ঈশঃ**—সমস্ত চিন্ময় গুণের ঈশ্বর; **কপিলঃ**—ভগবান কপিল; **কর্ম-বন্ধাৎ**—সকাম কর্মের বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

অনাবশ্যক ধর্ম এবং প্রমাদবশত বিহিত কর্মের লঙ্ঘন থেকে নারায়ণ আমাকে রক্ষা করুন। নররূপী ভগবান আমাকে গর্ব থেকে রক্ষা করুন, যোগেশ্বর দত্তাত্রেয়রূপী ভগবান আমাকে ভক্তিযোগের পতন হতে রক্ষা করুন, এবং সমস্ত সৎ গুণের ঈশ্বর কপিলরূপী ভগবান আমাকে সংসার-বন্ধন থেকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ১৭

সনৎকুমারোঽবতু কামদেবা-
দ্ধয়শীর্ষা মাং পথি দেবহেলনাৎ ।
দেবর্ষিবর্যঃ পুরুষার্চনান্তরাৎ
কূর্মো হরির্মাং নিরয়াদশেষাৎ ॥ ১৭ ॥

সনৎ-কুমারঃ—পরম ব্রহ্মচারী সনৎকুমার; **অবতু**—আমাকে রক্ষা করুন; **কাম-দেবাৎ**—কামদেবের হাত থেকে অথবা কামবাসনা থেকে; **হয়-শীর্ষা**—হয়গ্রীবরূপী ভগবানের অবতার; **মাম্**—আমাকে; **পথি**—পথে; **দেবহেলনাৎ**—ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং ভগবানকে শ্রদ্ধা করার অবহেলা থেকে; **দেবর্ষি-বর্যঃ**—দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদ; **পুরুষ-অর্চন-অন্তরাৎ**—শ্রীবিগ্রহ আরাধনার অপরাধ থেকে; **কূর্মঃ**—কূর্মরূপী ভগবান; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **মাম্**—আমাকে; **নিরয়াৎ**—নরক থেকে; **অশেষাৎ**—অন্তহীন।

অনুবাদ

ভগবান সনৎকুমার আমাকে কামবাসনা থেকে রক্ষা করুন, ভগবান হয়গ্রীব আমাকে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অবহেলা জনিত অপরাধ থেকে রক্ষা করুন। দেবর্ষি নারদ আমাকে শ্রীবিগ্রহের অর্চনার অপরাধ থেকে রক্ষা করুন এবং কূর্মরূপী ভগবান আমাকে অশেষ নরক থেকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

কামবাসনা সকলের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল এবং ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে তা সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক। তাই যারা কামবাসনার দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত, তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী ভক্ত সনৎকুমারের শরণ গ্রহণ করে। নারদ মুনি অর্চন মার্গের আচার্য। তিনি *নারদ-পঞ্চরাত্র* প্রণয়ন করে ভগবদ্ভক্তি অর্জনের বিধিবিধান নির্দেশ করেছেন। গৃহে হোক অথবা মন্দিরে হোক, যাঁরা ভগবানের অর্চনা করেন, তাঁদের কর্তব্য ভগবৎ অর্চনের বত্রিশটি অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দেবর্ষি নারদের কৃপা প্রার্থনা করা। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আরাধনার এই সমস্ত অপরাধগুলি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৮

ধন্বন্তরির্ভগবান্ পাত্বপথ্যাদ্
দ্বন্দ্বাদ্ ভয়াদৃষভো নির্জিতাত্মা ।
যজ্ঞশ্চ লোকাদবতাজ্জনান্তাদ্
বলো গণাৎ ক্রোধবশাদহীন্দ্রঃ ॥ ১৮ ॥

ধন্বন্তরিঃ—বৈদ্যরাজ ভগবান ধন্বন্তরি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পাতু**—আমাকে রক্ষা করুন; **অপথ্যাৎ**—শরীরের ব্যাধিজনক দ্রব্য, যেমন মাংস ও মাদক দ্রব্য; **দ্বন্দ্বাৎ**—দ্বিধা থেকে; **ভয়াৎ**—ভয় থেকে; **ঋষভঃ**—ভগবান ঋষভদেব; **নির্জিত-আত্মা**—যিনি সর্বতোভাবে তাঁর মন এবং আত্মাকে বশীভূত করেছেন; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **চ**—এবং; **লোকাৎ**—জনসাধারণের অপবাদ থেকে; **অবতাৎ**—রক্ষা করুন; **জন-অন্তাৎ**—অন্য লোকদের দ্বারা উৎপন্ন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে; **বলঃ**—ভগবান বলরাম; **গণাৎ**—সমূহ থেকে; **ক্রোধ-বশাৎ**—ক্রুদ্ধ সর্পগণ থেকে; **অহীন্দ্রঃ**—শেষ-নাগরূপ ভগবান বলরাম।

অনুবাদ

ভগবান ধন্বন্তরি শরীরের ব্যাধিজনক দ্রব্যাদি ভক্ষণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। অন্তরেন্দ্রিয় ও বহিরেন্দ্রিয় বিজয়ী ঋষভদেব আমাকে শীতোষ্ণাদি দ্বৈতভাব জনিত ভয় থেকে রক্ষা করুন। ভগবান যজ্ঞ আমাকে লোকের অপবাদ থেকে রক্ষা করুন, এবং শেষরূপী ভগবান বলরাম আমাকে ক্রোধান্ধ সর্পদের থেকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে বাস করতে হলে মানুষকে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, যার উল্লেখ এই শ্লোকে করা হয়েছে। যেমন, অবাঞ্ছিত খাদ্য আহারের ফলে শরীরে ব্যাধি হওয়ার ভয় থাকে, তাই সেই সমস্ত খাদ্য বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। সেই সম্পর্কে ধন্বন্তরি আমাদের রক্ষা করতে পারেন। যেহেতু ভগবান শ্রীবিষ্ণু সমস্ত জীবের পরমাত্মা, তাই তিনি যদি চান তা হলে তিনি আমাদের আধিভৌতিক ক্লেশ থেকে, অর্থাৎ অন্যান্য জীব থেকে প্রাপ্ত ক্লেশ থেকে রক্ষা করতে পারেন। ভগবান বলরাম শেষরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাই তিনি সর্বদা আক্রমণোদ্যত ক্রুদ্ধ সর্প এবং মাৎসর্য-পরায়ণ ব্যক্তিদের থেকে রক্ষা করতে পারেন।

শ্লোক ১৯

দ্বৈপায়নো ভগবানপ্রবোধাদ্
বুদ্ধস্তু পাষণ্ডগণপ্রমাদাৎ ।
কল্কিঃ কলেঃ কালমলাৎ প্রপাতু
ধর্মাবনায়োরুকৃতাবতারঃ ॥ ১৯ ॥

দ্বৈপায়নঃ—বৈদিক জ্ঞান প্রণেতা শ্রীল ব্যাসদেব; **ভগবান্**—ভগবানের পরম শক্তিমান অবতার; **অপ্রবোধাৎ**—শাস্ত্রের অজ্ঞান থেকে; **বুদ্ধঃ তু**—ভগবান বুদ্ধদেবও; **পাষণ্ড-গণ**—অবোধ ব্যক্তিদের মোহ সৃষ্টিকারী পাষণ্ডীরা; **প্রমাদাৎ**—প্রমাদ থেকে; **কল্কিঃ**—কেশবের কল্কি অবতার; **কলেঃ**—এই কলিযুগে; **কাল-মলাৎ**—এই যুগের অন্ধকার থেকে; **প্রপাতু**—রক্ষা করুন; **ধর্ম-অবনায়**—ধর্ম রক্ষার জন্য; **উরু**—অত্যন্ত মহান; **কৃত-অবতারঃ**—যিনি অবতার গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

ব্যাসদেব রূপী ভগবান আমাকে বৈদিক জ্ঞানের অভাব জনিত সর্বপ্রকার অজ্ঞান থেকে রক্ষা করুন। ভগবান বুদ্ধদেব আমাকে বেদবিরুদ্ধ আচরণ এবং আলস্যবশত বেদবিহিত অনুষ্ঠানের বিমুখতারূপ প্রমাদ থেকে রক্ষা করুন, এবং ধর্মরক্ষার জন্য যিনি অবতরণ করেন, সেই ভগবান কল্কিদেব আমাকে কলিযুগের কলুষ থেকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য অবতীর্ণ ভগবানের বিবিধ অবতারের উল্লেখ এই শ্লোকে করা হয়েছে। মহামুনি শ্রীল ব্যাসদেব সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য বৈদিক শাস্ত্রসমূহ রচনা করেছেন। এই কলিযুগেও কেউ যদি অজ্ঞান থেকে রক্ষা পেতে চান, তা হলে তাঁর শ্রীল ব্যাসদেব রচিত চতুর্বেদ (*সাম, যজুঃ, ঋক্* এবং *অথর্ব*), ১০৮টি *উপনিষদ, বেদান্ত-সূত্র* (*ব্রহ্ম-সূত্র*), *মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত মহা-পুরাণ* (শ্রীল ব্যাসদেব কৃত *ব্রহ্ম-সূত্রের* ভাষ্য) এবং অন্যান্য সপ্তদশ *পুরাণ* পাঠ করা উচিত। শ্রীল ব্যাসদেবের কৃপার ফলেই কেবল আমরা অবিদ্যার বন্ধন থেকে আমাদের রক্ষাকারী দিব্য জ্ঞান সমন্বিত এতগুলি গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছি।

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী তাঁর *দশাবতার স্তোত্রে* বর্ণনা করেছেন যে, ভগবান বুদ্ধদেব আপাতদৃষ্টিতে *বেদের* নিন্দা করেছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

ভগবান বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্য ছিল পশুহত্যারূপ জঘন্য কার্য থেকে মানুষকে রক্ষা করা এবং অনর্থক পশুবলি থেকে অসহায় পশুদের রক্ষা করা। পাষণ্ডীরা যখন বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অজুহাতে পশু বধ করছিল, তখন ভগবান বলেছিলেন, "*বেদে* যদি পশুহত্যা অনুমোদন করা হয়, তা হলে আমি সেই বৈদিক নিয়ম মানি না।" এইভাবে তিনি *বেদের* অজুহাতে যারা অনাচার করছিল, তাদের রক্ষা করেছিলেন। তাই ভগবান বুদ্ধদেবের শরণ গ্রহণ করা উচিত, যাতে বৈদিক নির্দেশের অপব্যবহার থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি।

এই কলিযুগের নাস্তিকদের বিনাশ করার জন্য কল্কি অবতার ভয়ঙ্কররূপে অবতীর্ণ হবেন। এখন, যদিও কলিযুগ সবে শুরু হয়েছে, তবুও অধর্মের প্রভাব সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং কলিযুগের প্রগতির ফলে বহু কপট ধর্মের প্রবর্তন হবে, এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়ার যে প্রকৃত ধর্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তন করে গেছেন, সেই প্রকৃত ধর্মের কথা তারা ভুলে যাবে। দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগের প্রভাবে মূর্খ মানুষেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয় না। এমন কি যারা নিজেদেরকে বৈদিক ধর্মের অনুগামী বলে দাবি করে, তারা পর্যন্ত বৈদিক নির্দেশের বিরোধী। প্রতিদিন তারা, যে কোন মনগড়া মতই মুক্তির পথ, এই অজুহাতে নতুন নতুন ধর্মমত সৃষ্টি করছে। নাস্তিকেরা সাধারণত বলে, *যত মত তত পথ*। তাদের এই মতবাদ অনুসারে, মানব সমাজে যত সমস্ত লক্ষ কোটি মত রয়েছে, তার প্রতিটিই বৈধ ধর্ম। পাষণ্ডদের এই বিচারধারা প্রকৃত বৈদিক ধর্মকে হত্যা করেছে, এবং কলিযুগের প্রগতির ফলে, এই ধরনের বিচারধারা ক্রমান্বয়ে বলবতী হতে থাকবে। কলিযুগের শেষ পর্যায়ে, কেশবের ভয়ঙ্কর অবতার কল্কিদেব সমস্ত নাস্তিকদের সংহার করে, ভক্তদের রক্ষা করার জন্য অবতরণ করবেন।

শ্লোক ২০

মাং কেশবো গদয়া প্রাতরব্যাদ্
গোবিন্দ আসঙ্গবমাত্তবেণুঃ ।
নারায়ণঃ প্রাহ্ণ উদাত্তশক্তি-
র্মধ্যন্দিনে বিষ্ণুররীন্দ্রপাণিঃ ॥ ২০ ॥

মাম্—আমাকে; **কেশবঃ**—ভগবান কেশব; **গদয়া**—তাঁর গদার দ্বারা; **প্রাতঃ**—প্রাতঃ কালে; **অব্যাৎ**—রক্ষা করুন; **গোবিন্দঃ**—ভগবান গোবিন্দ; **আসঙ্গবম্**—দিনের দ্বিতীয় ভাগে; **আত্ত-বেণুঃ**—তাঁর বংশী ধারণ করে; **নারায়ণঃ**—চতুর্ভুজ নারায়ণ; **প্রাহ্ণঃ**—দিনের তৃতীয় ভাগে; **উদাত্ত-শক্তিঃ**—বিভিন্ন প্রকার শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে; **মধ্যম্-দিনে**—দিনের চতুর্থ ভাগে; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **অরীন্দ্র-পাণিঃ**—শত্রু সংহার করার জন্য চক্রহস্ত।

অনুবাদ

দিনের প্রথম ভাগে ভগবান কেশব তাঁর গদার দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন, দিনের দ্বিতীয় ভাগে সর্বদা বেণুবাদনরত গোবিন্দ আমাকে রক্ষা করুন, সর্বশক্তি সমন্বিত নারায়ণ আমাকে দিনের তৃতীয় ভাগে রক্ষা করুন এবং দিনের চতুর্থ ভাগে চক্রহস্ত বিষ্ণু আমাকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্যোতির্গণনা অনুসারে দিন এবং রাত্রি ১২ঘণ্টায় বিভক্ত না করে ত্রিশ ঘটিকায় (চব্বিশ মিনিট) বিভক্ত হয়েছে। সাধারণত, দিন এবং রাত্রি পাঁচ পাঁচ ঘটিকা সমন্বিত ছয়টি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। দিন এবং রাত্রির এই ছয়টি বিভাগের প্রত্যেকটি বিভাগেই ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন নামে রক্ষা করার জন্য সম্বোধন করা যায়। মথুরাধিপতি কেশব দিনের প্রথম ভাগের প্রভু, বৃন্দাবনাধিপতি গোবিন্দ দিনের দ্বিতীয় ভাগের প্রভু।

শ্লোক ২১

দেবোঽপরাহ্ণে মধুহোগ্রধন্বা
সায়ং ত্রিধামাবতু মাধবো মাম্ ।
দোষে হৃষীকেশ উতার্ধরাত্রে
নিশীথ একোঽবতু পদ্মনাভঃ ॥ ২১ ॥

দেবঃ—ভগবান; **অপরাহ্ণে**—দিনের পঞ্চম ভাগে; **মধু-হা**—মধুসূদন নামক; **উগ্র-ধন্বা**—শার্ঙ্গ নামক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ধনুর্ধারী; **সায়ম্**—দিনের ষষ্ঠ ভাগে; **ত্রি-ধামা**—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—এই তিনরূপে প্রকাশিত; **অবতু**—রক্ষা করুন;

মাধবঃ—মাধব নামক; **মাম্**—আমাকে; **দোষে**—রাত্রির প্রথম ভাগে; **হৃষীকেশঃ**—ভগবান হৃষীকেশ; **উত**—ও; **অর্ধ-রাত্রে**—রাত্রির দ্বিতীয় ভাগে; **নিশীথে**—রাত্রির তৃতীয় ভাগে; **একঃ**—একাকী; **অবতু**—রক্ষা করুন; **পদ্মনাভঃ**—ভগবান পদ্মনাভ।

অনুবাদ

অসুরদের জন্য ভয়ঙ্কর ধনুর্ধারী ভগবান মধুসূদন দিনের পঞ্চম ভাগে আমাকে রক্ষা করুন, সন্ধ্যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বররূপে প্রকাশিত ভগবান মাধব আমাকে রক্ষা করুন, রাত্রির প্রথম ভাগে ভগবান হৃষীকেশ আমাকে রক্ষা করুন, এবং অর্ধরাত্রে ও নিশীথে (রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে) ভগবান পদ্মনাভ আমাকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ২২

শ্রীবৎসধামাপররাত্র ঈশঃ
প্রত্যূষ ঈশোঽসিধরো জনার্দনঃ ।
দামোদরোঽব্যাদনুসন্ধ্যং প্রভাতে
বিশ্বেশ্বরো ভগবান্ কালমূর্তিঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীবৎস-ধামা—বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণকারী ভগবান; **অপর-রাত্রে**—রাত্রির চতুর্থ ভাগে; **ঈশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রত্যূষে**—রাত্রির শেষভাগে; **ঈশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অসি-ধরঃ**—হস্তে অসি ধারণকারী; **জনার্দনঃ**—ভগবান জনার্দন; **দামোদরঃ**—ভগবান দামোদর; **অব্যাৎ**—রক্ষা করুন; **অনু-সন্ধ্যম্**—প্রতি সন্ধি সময়ে; **প্রভাতে**—প্রভাতে (রাত্রির ষষ্ঠ ভাগে); **বিশ্ব-ঈশ্বরঃ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **কাল-মূর্তিঃ**—মূর্তিমান কাল।

অনুবাদ

রাত্রির নিশীথকাল থেকে অরুণোদয় কাল পর্যন্ত বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্নধারী শ্রীভগবান আমাকে রক্ষা করুন, প্রত্যূষকালে অর্থাৎ রাত্রির চতুর্থ ভাগে অসিধারী ভগবান জনার্দন আমাকে রক্ষা করুন, প্রভাতকালে দামোদর আমাকে রক্ষা করুন, এবং প্রতি সন্ধি সময়ে কালমূর্তি ভগবান বিশ্বেশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ২৩

চক্রং যুগান্তানলতিগ্মনেমি
ভ্রমৎ সমন্তাদ্ ভগবৎপ্রযুক্তম্ ।
দন্দগ্ধি দন্দগ্ধ্যরিসৈন্যমাশু
কক্ষং যথা বাতসখো হুতাশঃ ॥ ২৩ ॥

চক্রম্—ভগবানের চক্র; **যুগান্ত**—যুগান্তে; **অনল**—প্রলয়াগ্নির মতো; **তিগ্ম-নেমি**—প্রখর প্রান্তভাগ বিশিষ্ট; **ভ্রমৎ**—ভ্রমণপূর্বক; **সমন্তাৎ**—চতুর্দিকে; **ভগবৎ-প্রযুক্তম্**—ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত; **দন্দগ্ধি দন্দগ্ধি**—পূর্ণরূপে দগ্ধ করুক; **অরি-সৈন্যম্**—আমাদের শত্রুসৈন্যদের; **আশু**—শীঘ্র; **কক্ষম্**—শুষ্ক তৃণ; **যথা**—সদৃশ; **বাত-সখঃ**—বায়ুর সখা; **হুতাশঃ**—জ্বলন্ত অগ্নি।

অনুবাদ

চতুর্দিকে ভ্রমণপূর্বক বায়ুর সহায়তায় আগুন যেমন তৃণরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইভাবে প্রলয়কালীন অগ্নির মতো প্রখর প্রান্তভাগ বিশিষ্ট সুদর্শন-চক্র ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে, আমাদের শত্রুদের ভস্মীভূত করুক।

শ্লোক ২৪

গদেঽশনিস্পর্শনবিস্ফুলিঙ্গে
নিষ্পিণ্ডি নিষ্পিণ্ড্যজিতপ্রিয়াসি ।
কুষ্মাণ্ডবৈনায়কযক্ষরক্ষো-
ভূতগ্রহাংশ্চূর্ণয় চূর্ণয়ারীন্ ॥ ২৪ ॥

গদে—হে ভগবানের হস্তস্থিত গদা; **অশনি**—বজ্রসদৃশ; **স্পর্শন**—যাঁর স্পর্শে; **বিস্ফুলিঙ্গে**—স্ফুলিঙ্গ বিকিরণকারী; **নিষ্পিণ্ডি নিষ্পিণ্ডি**—নিষ্পেষিত কর; **অজিত-প্রিয়া**—ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়; **অসি**—তুমি হও; **কুষ্মাণ্ড**—কুষ্মাণ্ড নামক নিশাচর; **বৈনায়ক**—বিনায়ক নামক প্রেতাত্মা; **যক্ষ**—যক্ষ; **রক্ষঃ**—রাক্ষস; **ভূত**—ভূত; **গ্রহান্**—এবং গ্রহ নামক দুষ্ট অসুরদের; **চূর্ণয়**—চূর্ণ কর; **চূর্ণয়**—চূর্ণ কর; **অরীন্**—আমাদের শত্রুদের।

অনুবাদ

হে ভগবানের গদা, তোমার স্পর্শের ফলে বজ্রের মতো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং তুমি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। আমিও তাঁর দাস। অতএব তুমি দয়া করে আমাদের শত্রু— কুষ্মাণ্ড, বিনায়ক, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত এবং গ্রহগণকে নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ কর।

শ্লোক ২৫

ত্বং যাতুধানপ্রমথপ্রেতমাতৃ-
পিশাচবিপ্রগ্রহঘোরদৃষ্টীন্ ।
দরেন্দ্র বিদ্রাবয় কৃষ্ণপূরিতো
ভীমস্বনোঽরের্হৃদয়ানি কম্পয়ন্ ॥ ২৫ ॥

ত্বম্—তুমি; **যাতুধান**—রাক্ষস; **প্রমথ**—প্রমথ; **প্রেত**—প্রেত; **মাতৃ**—মাতৃকা; **পিশাচ**—পিশাচ; **বিপ্র-গ্রহ**—ব্রহ্মরাক্ষস; **ঘোর-দৃষ্টীন্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন; **দরেন্দ্র**—হে পাঞ্চজন্য (ভগবানের হস্তস্থিত শঙ্খ); **বিদ্রাবয়**—দূর কর; **কৃষ্ণ-পূরিতঃ**—শ্রীকৃষ্ণের মুখমারুতে পূর্ণ হয়ে; **ভীম-স্বনঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে; **অরেঃ**—শত্রুদের; **হৃদয়ানি**—হৃদয়; **কম্পয়ন্**—কম্পিত করে।

অনুবাদ

হে শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্য, তুমি শ্রীকৃষ্ণের মুখমারুতে পূর্ণ হয়ে ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে শত্রুদের হৃদয় কম্পিত করে রাক্ষস, প্রমথ, প্রেত, মাতৃকা, পিশাচ এবং ভয়ঙ্কর দৃষ্টি সমন্বিত ব্রহ্মরাক্ষসদের বিদূরিত কর।

শ্লোক ২৬

ত্বং তিগ্মধারাসিবরারিসৈন্য-
মীশপ্রযুক্তো মম ছিন্ধি ছিন্ধি ।
চক্ষূংষি চর্মঞ্ছতচন্দ্র ছাদয়
দ্বিষামঘোনাং হর পাপচক্ষুষাম্ ॥ ২৬ ॥

ত্বম্—তুমি; **তিগ্ম-ধার-অসি-বর**—হে তীক্ষ্ণধার খড়্গরাজ; **অরি-সৈন্যম্**—শত্রু সৈন্যদের; **ঈশ-প্রযুক্তঃ**—ভগবানের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে; **মম**—আমার; **ছিন্ধি ছিন্ধি**—

খণ্ড খণ্ড কর; **চক্ষূংষি**—চক্ষু; **চর্মন্**—হে ঢাল; **শত-চন্দ্র**—শত চন্দ্রসদৃশ উজ্জ্বল মণ্ডল সমন্বিত; **ছাদয়**—আচ্ছাদিত কর; **দ্বিষাম্**—যারা আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ; **অঘোনাম্**—যারা সম্পূর্ণরূপে পাপী; **হর**—অপহরণ কর; **পাপ-চক্ষুষাম্**—যাদের চক্ষু অত্যন্ত পাপপূর্ণ।

অনুবাদ

হে তীক্ষ্ণধার খড়্গরাজ, তুমি ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে আমার শত্রুদের খণ্ড খণ্ড কর! হে শতচন্দ্রাকৃতি মণ্ডল-বিশিষ্ট চর্ম (ঢাল), তুমি পাপাত্মা শত্রুদের চক্ষু আচ্ছাদন কর এবং তাদের পাপপূর্ণ চক্ষু অপহরণ কর।

শ্লোক ২৭-২৮

যন্নো ভয়ং গ্রহেভ্যোঽভূৎ কেতুভ্যো নৃভ্য এব চ ।
সরীসৃপেভ্যো দংষ্ট্রিভ্যো ভূতেভ্যোংঽহোভ্য এব চ ॥ ২৭ ॥
সর্বাণ্যেতানি ভগবন্নামরূপানুকীর্তনাৎ ।
প্রয়ান্তু সংক্ষয়ং সদ্যো যে নঃ শ্রেয়ঃপ্রতীপকাঃ ॥ ২৮ ॥

যৎ—যা; **নঃ**—আমাদের; **ভয়ম্**—ভয়; **গ্রহেভ্যঃ**—গ্রহ নামক অসুরদের থেকে; **অভূৎ**—ছিল; **কেতুভ্যঃ**—ধূমকেতু বা উল্কাপাত থেকে; **নৃভ্যঃ**—ঈর্ষাপরায়ণ মানুষদের থেকে; **এব চ**—ও; **সরীসৃপেভ্যঃ**—সাপ ও বৃশ্চিক আদি সরীসৃপদের থেকে; **দংষ্ট্রিভ্যঃ**—সিংহ, ব্যাঘ্র, নেকড়ে বাঘ, বরাহ আদি তীক্ষ্ণ দন্ত সমন্বিত হিংস্র জন্তুদের থেকে; **ভূতেভ্যঃ**—ভূত প্রেত অথবা মাটি, জল, আগুন ইত্যাদি পঞ্চ মহাভূত থেকে; **অংহোভ্যঃ**—পাপকর্ম থেকে; **এব চ**—ও; **সর্বাণি এতানি**—এই সমস্ত; **ভগবৎ-নাম-রূপ-অনুকীর্তনাৎ**—ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি কীর্তনের দ্বারা; **প্রয়ান্তু**—চলে যাক; **সংক্ষয়ম্**—সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হোক; **সদ্যঃ**—এক্ষুণি; **যে**—যা; **নঃ**—আমাদের; **শ্রেয়ঃ-প্রতীপকাঃ**—মঙ্গলের প্রতিবন্ধক।

অনুবাদ

ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, এবং বৈশিষ্ট্যের কীর্তন দুষ্ট গ্রহের প্রভাব, উল্কাপাত, ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ, সরীসৃপ, বৃশ্চিক, বাঘ-সিংহ আদি হিংস্র প্রাণী, ভূত-প্রেত, মাটি, জল, আগুন, বায়ু প্রভৃতির উপদ্রব, বিদ্যুৎ এবং পূর্বকৃত পাপ থেকে

আমাদের রক্ষা করুক। আমাদের মঙ্গলময় জীবনের প্রতিবন্ধকতার ভয়ে আমরা সর্বদা ভীত। তাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের কীর্তনের ফলে এই সব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হোক।

শ্লোক ২৯

গরুড়ো ভগবান্ স্তোত্রস্তোভশ্ছন্দোময়ঃ প্রভুঃ ।
রক্ষত্বশেষকৃচ্ছ্রেভ্যো বিষ্বক্সেনঃ স্বনামভিঃ ॥ ২৯ ॥

গরুড়ঃ—ভগবান বিষ্ণুর বাহন গরুড়; **ভগবান্**—ভগবানেরই মতো শক্তিশালী; **স্তোত্র-স্তোভঃ**—যিনি বিশেষ মন্ত্রের দ্বারা সংস্তুত হন; **ছন্দোময়ঃ**—বেদমূর্তি; **প্রভুঃ**—প্রভু; **রক্ষতু**—তিনি রক্ষা করুন; **অশেষ-কৃচ্ছ্রেভ্যঃ**—অসীম দুঃখ-দুর্দশা থেকে; **বিষ্বক্সেনঃ**—ভগবান বিষ্বক্সেন; **স্বনামভিঃ**—তাঁর পবিত্র নামের দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান বিষ্ণুর বাহন প্রভু গরুড় ভগবানেরই মতো শক্তিমান। তিনি বেদমূর্তি এবং বিশেষ মন্ত্রের দ্বারা তিনি পূজিত হন। তিনি আমাদের সমস্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন, এবং ভগবান বিষ্বক্সেন তাঁর পবিত্র নামের দ্বারা আমাদের সমস্ত সঙ্কট থেকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ৩০

সর্বাপদ্ভ্যো হরের্নামরূপযানায়ুধানি নঃ ।
বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ পান্তু পার্ষদভূষণাঃ ॥ ৩০ ॥

সর্ব-আপদ্ভ্যঃ—সমস্ত বিপদ থেকে; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **নাম**—পবিত্র নাম; **রূপ**—দিব্য রূপ; **যান**—বাহন; **আয়ুধানি**—অস্ত্রসমূহ; **নঃ**—আমাদের; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **মনঃ**—মন; **প্রাণান্**—প্রাণবায়ু; **পান্তু**—আমাদের রক্ষা করুন এবং পালন করুন; **পার্ষদ-ভূষণাঃ**—পার্ষদগণ যাঁর ভূষণ।

অনুবাদ

ভগবানের পবিত্র নাম, তাঁর চিন্ময় রূপ, তাঁর বাহন, অস্ত্র, প্রভৃতি যাঁরা তাঁর পার্ষদের মতো তাঁকে অলঙ্কৃত করেন, তাঁরা আমাদের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

ভগবানের বহু পার্ষদ রয়েছেন এবং তাঁর অস্ত্র, বাহন প্রভৃতিও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। চিৎ-জগতে কোন কিছুই জড় নয়। তরবারি, ধনুক, গদা, চক্র এবং ভগবানের দেহ অলঙ্কৃত করে যা কিছু, তা সবই চিন্ময় সজীব। তাই ভগবানকে বলা হয় *অদ্বয়জ্ঞান,* অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে তাঁর নাম, রূপ, গুণ, অস্ত্র ইত্যাদির কোন পার্থক্য নেই। তাঁর সম্বন্ধে সম্পর্কিত সব কিছুই তাঁরই মতো চিন্ময়। তাঁরা সকলেই বিভিন্ন চিন্ময়রূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত।

শ্লোক ৩১

যথা হি ভগবানেব বস্তুতঃ সদসচ্চ যৎ ।
সত্যেনানেন নঃ সর্বে যান্তু নাশমুপদ্রবাঃ ॥ ৩১ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **হি**—বস্তুত; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **এব**—নিঃসন্দেহে; **বস্তুতঃ**—পরমার্থতঃ; **সৎ**—প্রকাশিত; **অসৎ**—অপ্রকাশিত; **চ**—এবং; **যৎ**—যা কিছু; **সত্যেন**—সত্যের দ্বারা; **অনেন**—এই; **নঃ**—আমাদের; **সর্বে**—সমস্ত; **যান্তু**—চলে যাক; **নাশম্**—বিনাশ; **উপদ্রবাঃ**—উপদ্রব।

অনুবাদ

সূক্ষ্ম এবং স্থূল জগৎ হচ্ছে জড়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা ভগবান থেকে অভিন্ন, কারণ চরমে তিনিই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। প্রকৃতপক্ষে কার্য এবং কারণ এক, কেননা কার্যের মধ্যে কারণ বিদ্যমান রয়েছে। তাই পরম সত্য ভগবান তাঁর যে কোন অংশের দ্বারা আমাদের সমস্ত বিপদ বিনাশ করতে পারেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

যথৈকাত্ম্যানুভাবানাং বিকল্পরহিতঃ স্বয়ম্ ।
ভূষণায়ুধলিঙ্গাখ্যা ধত্তে শক্তীঃ স্বমায়য়া ॥ ৩২ ॥
তেনৈব সত্যমানেন সর্বজ্ঞো ভগবান্ হরিঃ ।
পাতু সর্বৈঃ স্বরূপৈর্নঃ সদা সর্বত্র সর্বগঃ ॥ ৩৩ ॥

যথা—যেমন; **ঐকাত্ম্য**—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য; **অনুভাবানাম্**—ভাবনাপর ব্যক্তিদের; **বিকল্প-রহিতঃ**—ভেদ রহিত; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ভূষণ**—ভূষণ; **আয়ুধ**—অস্ত্র; **লিঙ্গ-**

আখ্যাঃ—বিভিন্ন গুণ এবং নাম; **ধত্তে**—ধারণ করেন; **শক্তীঃ**—ঐশ্বর্য, যশ, বল, জ্ঞান, সৌন্দর্য, বৈরাগ্য আদি শক্তি; **স্বমায়য়া**—তাঁর চিৎ-শক্তির বিস্তারের দ্বারা; **তেন এব**—তার দ্বারা; **সত্য-মানেন**—বাস্তবিক জ্ঞান; **সর্বজ্ঞঃ**—সর্বজ্ঞ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—যিনি জীবের সমস্ত মোহ হরণ করতে পারেন; **পাতু**—রক্ষা করুন; **সর্বৈঃ**—সমস্ত; **স্বরূপৈঃ**—তাঁর রূপের দ্বারা; **নঃ**—আমাদের; **সদা**—সর্বদা; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সর্বগঃ**—সর্বব্যাপ্ত।

অনুবাদ

ঈশ্বর, জীব, মায়া এবং জগৎ—এই সবই বস্তু। বস্তুতত্ত্ব বিচারে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; চরমে তারা এক বাস্তব বস্তু ভগবান। তাই যাঁরা পারমার্থিক জ্ঞানে উন্নত, তাঁরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দর্শন করেন। এই প্রকার উন্নত চেতনা সমন্বিত ব্যক্তিদের কাছে ভগবানের অঙ্গের ভূষণ, তাঁর নাম, তাঁর যশ, তাঁর গুণ, তাঁর রূপ, তাঁর আয়ুধ প্রভৃতি সব কিছুই তাঁর শক্তির প্রকাশ। তাঁদের উন্নত চিন্ময় জ্ঞানের প্রভাবে তাঁরা জানেন যে, বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত সর্বব্যাপ্ত ভগবান সর্বত্রই উপস্থিত। তিনি সর্বদা আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

উন্নত আধ্যাত্মিক জ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তি জানেন যে, ভগবান ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়*ও (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ময়া ততম্ ইদং সর্বম্*—অর্থাৎ, আমরা যা কিছু দর্শন করি তা সবই তাঁর শক্তির প্রকাশ। সেই কথা *বিষ্ণু পুরাণে*ও (১/২২/৫২) প্রতিপন্ন হয়েছে—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদম্ অখিলং জগৎ ॥

আগুন যেমন এক স্থানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সর্বত্র তার কিরণ এবং তাপ বিতরণ করে, ঠিক তেমনই সর্বশক্তিমান ভগবান চিৎ-জগতে অবস্থিত হলেও জড় জগৎ এবং চিৎ-জগৎ উভয় জগতেই সর্বত্র নিজেকে তাঁর বিবিধ শক্তির দ্বারা বিস্তার করেন। যেহেতু ভগবান কার্য এবং কারণ উভয়ই, তাই কার্য এবং কারণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তার ফলে, ভগবানের ভূষণ এবং আয়ুধ তাঁর চিৎ-শক্তির বিস্তার হওয়ার ফলে তাঁর থেকে অভিন্ন। ভগবান এবং তাঁর বিবিধ শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেই কথাও *পদ্মপুরাণে* প্রতিপন্ন হয়েছে—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

ভগবানের পবিত্র নাম কেবল আংশিকভাবেই নয়, পূর্ণরূপে ভগবানের সঙ্গে এক। ভগবান সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ, তেমনই তাঁর নাম, রূপ, গুণ, বৈশিষ্ট্য আদি এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, ও জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত। ভগবানের ভূষণ এবং বাহনের স্তব মিথ্যা নয়, কারণ তাঁরা ভগবান থেকে অভিন্ন। ভগবান যেহেতু সর্বব্যাপ্ত, তাই তিনি সব কিছুতেই বিরাজ করেন, এবং সব কিছুই তাঁর মধ্যে বিরাজ করে। তাই ভগবানের অস্ত্র অথবা অলঙ্কারের পূজাতেও সেই শক্তি রয়েছে, যে শক্তি ভগবানের পূজায় রয়েছে। মায়াবাদীরা ভগবানের রূপ অস্বীকার করে, অথবা বলে যে, ভগবানের রূপ মায়া বা মিথ্যা। কিন্তু ভালভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, তাদের এই মতবাদ স্বীকার্য নয়। যদিও ভগবানের আদি রূপ এবং তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশ এক, তবুও ভগবানের রূপ, গুণ এবং ধাম নিত্য। তাই এই স্তবে বলা হয়েছে, *পাতু সর্বৈঃ স্বরূপৈর্নঃ সদা সর্বত্র সর্বগঃ* —"যিনি তাঁর বিভিন্ন রূপে সর্বব্যাপ্ত, সেই ভগবান আমাদের সর্বত্র রক্ষা করুন।" ভগবান তাঁর নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে সর্বত্রই উপস্থিত রয়েছেন এবং ভক্তদের রক্ষা করতে সেইগুলি সম-শক্তিসম্পন্ন। শ্রীল মধ্বাচার্য সেই কথা বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

এক এব পরো বিষ্ণুর্ভূষাহেতি ধ্বজেষ্বজঃ ।
তত্তচ্ছক্তিপ্রদত্বেন স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ।
সত্যেনানেন মাং দেবঃ পাতু সর্বেশ্বরো হরিঃ ॥

শ্লোক ৩৪

বিদিক্ষু দিক্ষূর্ধ্বমধঃ সমন্তা-
দন্তর্বহির্ভগবান্ নারসিংহঃ ।
প্রহাপয়ঁল্লোকভয়ং স্বনেন
স্বতেজসা গ্রস্তসমস্ততেজাঃ ॥ ৩৪ ॥

বিদিক্ষু—সমস্ত প্রান্তে; **দিক্ষু**—সমস্ত দিকে (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ); **ঊর্ধ্বম্**—উপরে; **অধঃ**—নিচে; **সমন্তাৎ**—সর্বত্র; **অন্তঃ**—অন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **নারসিংহঃ**—নৃসিংহদেব রূপে; **প্রহাপয়ন্**—সম্পূর্ণরূপে

ধ্বংস করে; **লোক-ভয়ম্**—পশু, বিষ, অস্ত্র, জল, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদির ভয় থেকে; **স্বনেন**—তাঁর গর্জনের দ্বারা অথবা তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের দ্বারা তাঁর নাম উচ্চারণের ফলে; **স্ব-তেজসা**—তাঁর তেজের দ্বারা; **গ্রস্ত**—আচ্ছাদিত; **সমস্ত**—অন্য সমস্ত; **তেজাঃ**—প্রভাব।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ উচ্চস্বরে নৃসিংহদেবের পবিত্র নাম কীর্তন করেছিলেন। বড় বড় নেতাদের দ্বারা সমস্ত দিকে বিষ, অস্ত্র, জল, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদির দ্বারা যে সমস্ত বিপদ সৃষ্টি হয়েছে, ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের জন্য গর্জনকারী নৃসিংহদেব তা থেকে আমাদের রক্ষা করুন। ভগবান তাঁর স্বীয় চিন্ময় প্রভাবের দ্বারা তাদের প্রভাব আচ্ছাদিত করুন। সর্বপ্রান্তে, উপরে, নিচে, অন্তরে, বাইরে এবং সর্বত্রই নৃসিংহদেব আমাদের রক্ষা করুন।

শ্লোক ৩৫

মঘবন্নিদমাখ্যাতং বর্ম নারায়ণাত্মকম্ ।
বিজেষ্যসেঽঞ্জসা যেন দংশিতোঽসুরযূথপান্ ॥ ৩৫ ॥

মঘবন্—হে দেবরাজ ইন্দ্র; **ইদম্**—এই; **আখ্যাতম্**—বর্ণিত; **বর্ম**—দিব্য কবচ; **নারায়ণ-আত্মকম্**—নারায়ণের সঙ্গে সম্পর্কিত; **বিজেষ্যসে**—আপনি জয় করবেন; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **যেন**—যার দ্বারা; **দংশিতঃ**—রক্ষিত হয়ে; **অসুর-যূথপান্**—অসুর-নেতাদের।

অনুবাদ

বিশ্বরূপ বললেন—হে ইন্দ্র, নারায়ণের সঙ্গে সম্পর্কিত এই দিব্য কবচের বর্ণনা আমি আপনার কাছে করলাম। এই কবচ ধারণ করার ফলে, আপনি নিশ্চিতভাবে অসুর নেতাদের জয় করতে পারবেন।

শ্লোক ৩৬

এতদ্ ধারয়মাণস্তু যং যং পশ্যতি চক্ষুষা ।
পদা বা সংস্পৃশেৎ সদ্যঃ সাধ্বসাৎ স বিমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

এতৎ—এই; **ধারয়মাণঃ**—ধারণকারী ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **যম্ যম্**—যাকে; **পশ্যতি**—দর্শন করেন; **চক্ষুষা**—তাঁর চক্ষুর দ্বারা; **পদা**—তাঁর পায়ের দ্বারা; **বা**—অথবা; **সংস্পৃশেৎ**—স্পর্শ করতে পারে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **সাধ্বসাৎ**—সমস্ত ভয় থেকে; **সঃ**—সে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

কেউ যদি এই কবচ ধারণ করে তাঁর চক্ষুর দ্বারা কাউকে দর্শন করেন অথবা তাঁর পায়ের দ্বারা কাউকে স্পর্শ করেন, তা হলে সেও তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হবে।

শ্লোক ৩৭

ন কুতশ্চিদ্ ভয়ং তস্য বিদ্যাং ধারয়তো ভবেৎ ।
রাজদস্যুগ্রহাদিভ্যো ব্যাধ্যাদিভ্যশ্চ কর্হিচিৎ ॥ ৩৭ ॥

ন—না; **কুতশ্চিৎ**—কোথা থেকে; **ভয়ম্**—ভয়; **তস্য**—তাঁর; **বিদ্যাম্**—এই স্তোত্র; **ধারয়তঃ**—ধারণ করে; **ভবেৎ**—প্রকট হতে পারে; **রাজ**—রাজা; **দস্যু**—দস্যু; **গ্রহ-আদিভ্যঃ**—অসুর ইত্যাদি থেকে; **ব্যাধি-আদিভ্যঃ**—রোগ ইত্যাদি থেকে; **চ**—ও; **কর্হিচিৎ**—কোন সময়।

অনুবাদ

যেই ব্যক্তি এই নারায়ণ-কবচ নামক বিদ্যা ধারণ করেন, তাঁর কোন কালেও রাজা, দস্যু, অসুর অথবা ব্যাধি প্রভৃতি কোন বিষয় থেকে ভয় থাকবে না।

শ্লোক ৩৮

ইমাং বিদ্যাং পুরা কশ্চিৎ কৌশিকো ধারয়ন্ দ্বিজঃ ।
যোগধারণয়া স্বাঙ্গং জহৌ স মরুধন্বনি ॥ ৩৮ ॥

ইমাম্—এই; **বিদ্যাম্**—স্তোত্র; **পুরা**—পুরাকালে; **কশ্চিৎ**—কোন; **কৌশিকঃ**—কৌশিক; **ধারয়ন্**—ধারণ করে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **যোগ-ধারণয়া**—যোগের দ্বারা; **স্ব-অঙ্গম্**—তাঁর দেহ; **জহৌ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **মরু-ধন্বনি**—মরুভূমিতে।

অনুবাদ

হে দেবরাজ, পুরাকালে কৌশিক নামক এক ব্রাহ্মণ এই কবচ ধারণ করে মরুপ্রদেশে যোগবলে দেহত্যাগ করেন।

শ্লোক ৩৯

তস্যোপরি বিমানেন গন্ধর্বপতিরেকদা ।
যযৌ চিত্ররথঃ স্ত্রীভির্বৃতো যত্র দ্বিজক্ষয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

তস্য—তাঁর মৃতদেহের; **উপরি**—উপরে; **বিমানেন**—বিমানে; **গন্ধর্ব-পতিঃ**—গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ; **একদা**—এক সময়; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **চিত্ররথঃ**—চিত্ররথ; **স্ত্রীভিঃ**—বহু সুন্দরী রমণীর দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **যত্র**—যেখানে; **দ্বিজ-ক্ষয়ঃ**—ব্রাহ্মণ কৌশিক দেহত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ যে স্থানে তাঁর দেহত্যাগ করেছিলেন, গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ এক সময় বহু সুন্দরী রমণী পরিবৃত হয়ে, বিমানে করে সেই স্থানের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ৪০

গগনান্ন্যপতৎ সদ্যঃ সবিমানো হ্যবাক্‌শিরাঃ ।
স বালিখিল্যবচনাদস্থীন্যাদায় বিস্মিতঃ ।
প্রাস্য প্রাচীসরস্বত্যাং স্নাত্বা ধাম স্বমন্বগাৎ ॥ ৪০ ॥

গগনাৎ—আকাশ থেকে; **ন্যপতৎ**—পতিত হয়েছিলেন; **সদ্যঃ**—সহসা; **সবিমানঃ**—তাঁর বিমান সহ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অবাক্-শিরাঃ**—অধোমস্তকে; **সঃ**—তিনি; **বালিখিল্য**—বালিখিল্য নামক মহর্ষি; **বচনাৎ**—উপদেশ অনুসারে; **অস্থীনি**—সমস্ত অস্থি; **আদায়**—গ্রহণ করে; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত হয়ে; **প্রাস্য**—নিক্ষেপ করে; **প্রাচী-সরস্বত্যাম্**—পূর্ববাহিনী সরস্বতী নদীতে; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **ধাম**—ধামে; **স্বম্**—তাঁর নিজের; **অন্বগাৎ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

চিত্ররথ হঠাৎ অধোমস্তক হয়ে তাঁর বিমান সহ আকাশ থেকে নিপতিত হয়েছিলেন। তারপর বালিখিল্য ঋষির নির্দেশ অনুসারে তিনি সেই ব্রাহ্মণের

অস্থিগুলি পূর্ববাহিনী সরস্বতী নদীতে নিক্ষেপ করে তাতে স্নান করেছিলেন। তারপর তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাঁর ধাম গন্ধর্বলোকে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

শ্রীশুক উবাচ

য ইদং শৃণুয়াৎ কালে যো ধারয়তি চাদৃতঃ ।
তং নমস্যন্তি ভূতানি মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **যঃ**—যিনি; **ইদম্**—এই; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করেন; **কালে**—ভয়ের সময়; **যঃ**—যিনি; **ধারয়তি**—এই কবচ ধারণ করেন; **চ**—ও; **আদৃতঃ**—শ্রদ্ধা সহকারে; **তম্**—তাঁর; **নমস্যন্তি**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে; **ভূতানি**—সমস্ত জীবেরা; **মুচ্যতে**—মুক্ত হয়; **সর্বতঃ**—সমস্ত; **ভয়াৎ**—ভয় থেকে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ , যে ব্যক্তি ভয় উপস্থিত হলে এই কবচ ধারণ করেন অথবা শ্রদ্ধা সহকারে সেই সম্পর্কে শ্রবণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হন এবং সমস্ত জীবের পূজ্য হন।

শ্লোক ৪২

এতাং বিদ্যামধিগতো বিশ্বরূপাচ্ছতক্রতুঃ ।
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীং বুভুজে বিনির্জিত্য মৃধেঽসুরান্ ॥ ৪২ ॥

এতাম্—এই; **বিদ্যাম্**—বিদ্যা; **অধিগতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **বিশ্বরূপাৎ**—বিশ্বরূপ থেকে; **শত-ক্রতুঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীম্**—ত্রিভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্য; **বুভুজে**—ভোগ করেছিলেন; **বিনির্জিত্য**—জয় করে; **মৃধে**—যুদ্ধে; **অসুরান্**—সমস্ত অসুরদের।

অনুবাদ

শতক্রতু ইন্দ্র বিশ্বরূপের কাছ থেকে এই বিদ্যা লাভ করেছিলেন এবং অসুরদের পরাজিত করে তিনি ত্রিভুবনের সমস্ত সম্পদ ভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিশ্বরূপ দেবরাজ ইন্দ্রকে যে মন্ত্রময় কবচ দান করেছিলেন, তা এতই শক্তিশালী ছিল যে, তার প্রভাবে ইন্দ্র অসুরদের পরাভূত করে ত্রিলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য নির্বিঘ্নে ভোগ করেছিলেন। এই সম্পর্কে মধ্বাচার্য বলেছেন—

বিদ্যাঃ কর্মাণি চ সদা গুরোঃ প্রাপ্তাঃ ফলপ্রদাঃ ।
অন্যথা নৈব ফলদাঃ প্রসন্নোক্তাঃ ফলপ্রদাঃ ॥

মানুষের কর্তব্য সদ্‌গুরুর কাছ থেকে সর্বপ্রকার মন্ত্র গ্রহণ করা; তা না হলে সেই মন্ত্র কার্যকরী হবে না। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতাতেও* (৪/৩৪) বলা হয়েছে—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তা হলে তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।" সদ্‌গুরুর কাছ থেকেই সমস্ত মন্ত্র গ্রহণ করতে হয়, এবং শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়ে সর্বতোভাবে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করা। *পদ্মপুরাণেও* বলা হয়েছে— *সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ* । চারটি সম্প্রদায় রয়েছে, যথা—ব্রহ্ম সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায়, শ্রী সম্প্রদায় এবং কুমার সম্প্রদায়। কেউ যদি পারমার্থিক জ্ঞানে উন্নতি সাধন করতে চান, তা হলে তাঁকে প্রামাণিক সম্প্রদায়ের কোনও একটি সম্প্রদায় থেকে মন্ত্র গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য; তা না হলে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারবেন না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'নারায়ণ-কবচ' নামক অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।